রোড সেফটি ফাউন্ডেশন

জুলাই-২০২৩

সড়ক দুর্ঘটনার প্রতিবেদন

জুলাই মাসে দেশে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে **৫১১**টি। নিহত **৫৭৩** জন এবং আহত **১২৫৬** জন। নিহতের মধ্যে নারী **৯৪**, শিশু **৭৬**। **১৮৮**টি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত **১৮৩** জন, যা মোট নিহতের **৩১.৯৩** শতাংশ। মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার হার **৩৬.৭৯** শতাংশ। দুর্ঘটনায় **১৪৬** জন পথচারী নিহত হয়েছে, যা মোট নিহতের **২৫.৪৭** শতাংশ। যানবাহনের চালক ও সহকারী নিহত হয়েছেন **৭৮** জন, অর্থাৎ **১৩.৬১** শতাংশ।

এই সময়ে **১৪**টি নৌ-দুর্ঘটনায় **১৬** জন নিহত, **২৩** জন আহত ও **১১** জন নিখোঁজ রয়েছেন। **৩৩**টি রেলপথ দুর্ঘটনায় **৩২** জন নিহত এবং **১২** জন আহত হয়েছে। একই সাথে **১০**টি ছাগলের মৃত্যু হয়েছে।

রোড সেফটি ফাউন্ডেশন ৯ টি জাতীয় দৈনিক, **৭** টি অনলাইন নিউজ পোর্টাল এবং ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যমের তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে।

দুর্ঘটনায় যানবাহনভিত্তিক নিহতের চিত্র:

দুর্ঘটনায় যানবাহনভিত্তিক নিহতের পরিসংখ্যানে দেখা যায়- মোটরসাইকেল চালক ও আরোহী **১৮৩** জন **(৩১.৯৩%)**, বাস যাত্রী **৪৯** জন **(৮.৫৫%)**, ট্রাক-কাভার্ডভ্যান-পিকআপ-ট্রাক্টর-ট্রলি আরোহী **৩৬** জন **(৬.২৮%)**, প্রাইভেটকার-মাইক্রোবাস-অ্যাম্বুলেন্স-জীপ আরোহী **২৩** জন **(৪%)**, থ্রি-হুইলার যাত্রী (ইজিবাইক-সিএনজি-অটোরিকশা-অটোভ্যান-ম্যাক্সি-লেগুনা) **১০৩** জন **(১৭.৯৭%)**, স্থানীয়ভাবে তৈরি যানবাহনের যাত্রী (নসিমন-ভটভটি-টমটম-মাহিন্দ্র-লাটাহাম্বা) **২২** জন **(৩.৮৩%)** এবং বাইসাইকেল-প্যাডেল রিকশা-রিকশা ভ্যান আরোহী **১১** জন **(১.৯১%)** নিহত হয়েছে।

দুর্ঘটনা সংঘটিত সড়কের ধরন:

রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ বলছে, দুর্ঘটনাগুলোর মধ্যে **২০৮**টি **(৪০.৭০%)** জাতীয় মহাসড়কে, **১৯৬**টি **(৩৮.৩৫%)** আঞ্চলিক সড়কে, **৬১**টি **(১১.৯৩%)** গ্রামীণ সড়কে, **৪২**টি **(৮.২১%)** শহরের সড়কে এবং অন্যান্য স্থানে **৪**টি **(০.৭৮%)** সংঘটিত হয়েছে।

দুর্ঘটনার ধরন:

দুর্ঘটনাসমূহের **৯৮**টি **(১৯.১৭%)** মুখোমুখি সংঘর্ষ, **২১৭**টি **(৪২.৪৬%)** নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে, **১৪৪**টি **(২৮.১৮%)** পথচারীকে চাপা/ধাক্কা দেয়া, **৩৩**টি **(৬.৪৫%)** যানবাহনের পেছনে আঘাত করা এবং **১৯**টি **(৩.৭১%)** অন্যান্য কারণে ঘটেছে।

দুর্ঘটনায় সম্পৃক্ত যানবাহনসমূহ:

দুর্ঘটনায় সম্পৃক্ত যানবাহনের মধ্যে- ট্রাক-কাভার্ডভ্যান-পিকআপ-ট্রাক্টর-ট্রলি-লরি-ড্রাম ট্রাক-ফায়ার ব্রিগেড গাড়ি-লং ভেহিক্যাল-রোলার মেশিন গাড়ি **২৭.১৭%**, মাইক্রোবাস-প্রাইভেটকার-অ্যাম্বুলেন্স-পাজেরো-জীপ **৪.৭৩%**, যাত্রীবাহী বাস **১৯.৬১%**, মোটরসাইকেল **২২.২০%**, থ্রি-হুইলার (ইজিবাইক-সিএনজি-অটোরিকশা-অটোভ্যান-লেগুনা-টেম্পু-ম্যাক্সি-মিশুক) **১৮.১৫%**, স্থানীয়ভাবে তৈরি যানবাহন (নসিমন-ভটভটি-টমটম-মাহিন্দ্র-লাটাহাম্বা) **৩.৭২%**, বাইসাইকেল-প্যাডেল রিকশা-রিকশাভ্যান **২.৩৬%** এবং অজ্ঞাত গাড়ি **২.০২%**।

দুর্ঘটনায় সম্পৃক্ত যানবাহনের সংখ্যা:

দুর্ঘটনায় সম্পৃক্ত যানবাহনের সংখ্যা **৮৮৭**টি। (বাস **১৭৪**, ট্রাক-**১৩৬**,কাভার্ডভ্যান **৩১**, পিকআপ **৩৮**, ট্রাক্টর **১৪**, ট্রলি **৯**, লরি **৩**, ড্রাম ট্রাক **৩**, লং ভেহিক্যাল **১**, তেলবাহী ভাউচার **১**, রোলার মেশিন গাড়ি **১**, ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি **২**, নির্মাণ সামগ্রীর ট্রাক **১**, সিটি করপোরেশনের ময়লাবাহী ট্রাক **১**, মাইক্রোবাস **১৯**, প্রাইভেটকার **১৬**, অ্যাম্বুলেন্স **২**, জীপ **৩**, পাজেরো **২**, মোটরসাইকেল **১৯৭**, থ্রি-হুইলার **১৬১** (ইজিবাইক-

সিএনজি-অটোরিকশা-অটোভ্যান-লেগুনা- টেম্পু-মেক্সি), স্থানীয়ভাবে তৈরি যানবাহন **৩৩** (নসিমন-ভটভটি-টমটম-মাহিন্দ্র-লাটাহাম্বা), বাইসাইকেল-প্যাডেল রিকশা-রিকশাভ্যান **২১** এবং অজ্ঞাত গাড়ি **১৮** টি।

দুর্ঘটনার সময় বিশ্লেষণ:
সময় বিশ্লেষণে দেখা যায়, দুর্ঘটনাসমূহ ঘটেছে ভোরে **৩.৭১%**, সকালে **২৪.২৬%**, দুপুরে **২৬.০২%**, বিকালে **১৯.৩৭%**, সন্ধ্যায় **৬.৬৫%** এবং রাতে **১৯.৯৬%**।

দুর্ঘটনার বিভাগওয়ারী পরিসংখ্যান:
দুর্ঘটনার বিভাগওয়ারী পরিসংখ্যান বলছে, ঢাকা বিভাগে দুর্ঘটনা **৩৪.০৫%**, প্রাণহানি **২৯.৬৬%**, রাজশাহী বিভাগে দুর্ঘটনা **১৪.৪৮%**, প্রাণহানি **১৩.৭৮%**, চট্টগ্রাম বিভাগে দুর্ঘটনা **১৫.২৬%**, প্রাণহানি **১৪.৬৫%**, খুলনা বিভাগে দুর্ঘটনা **৮.৮০%**, প্রাণহানি **৯.৯৪%**, বরিশাল বিভাগে দুর্ঘটনা **৪.৮৯%**, প্রাণহানি **৭.৫০%**, সিলেট বিভাগে দুর্ঘটনা **৩.৯১%**, প্রাণহানি **৫.৪১%**, রংপুর বিভাগে দুর্ঘটনা **১২.১৩%**, প্রাণহানি **১২.৫৬%** এবং ময়মনসিংহ বিভাগে দুর্ঘটনা **৬.৪৫%**, প্রাণহানি **৬.৪৫%** ঘটেছে।

ঢাকা বিভাগে সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি ঘটেছে। **১৭৪** টি দুর্ঘটনায় **১৭০** জন নিহত। সিলেট বিভাগে সবচেয়ে কম **২০** টি দুর্ঘটনায় **৩১** জনের প্রাণহানি ঘটেছে। একক জেলা হিসেবে **ঢাকা** জেলায় সবচেয়ে বেশি **৪২**টি দুর্ঘটনা **৪০** জন নিহত হয়েছে। সবচেয়ে কম দুর্ঘটনা ঘটেছে শরীয়তপুর ও বান্দরবান জেলায়। এই **২**টি জেলায় সামান্য মাত্রার **৫**টি দুর্ঘটনা ঘটলেও কোনো প্রাণহানি ঘটেনি।

রাজধানী ঢাকায় **৩২**টি দুর্ঘটনায় **২৯** জন নিহত এবং **৩৭** জন আহত হয়েছে।

নিহতদের পেশাগত পরিচয়:
গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, নিহতদের মধ্যে পুলিশ সদস্য **২** জন, নৌ-বাহিনীর সদস্য **১** জন, ফায়ার সার্ভিস সদস্য **৩** জন, বিভিন্ন স্কুল-কলেজ-মাদরাসার শিক্ষক **১১** জন, চিকিৎসক **২** জন, সাংবাদিক **৪** জন, আইনজীবী **২** জন, বিভিন্ন ব্যাংক-বীমা কর্মকর্তা ও কর্মচারী **৬** জন, খাদ্যগুদাম কর্মকর্তা **২** জন, সাবরেজিস্ট্রি ক্লার্ক **১** জন, এনজিও কর্মকর্তা-কর্মচারী **৯** জন, ঔষধ ও বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী বিক্রয় প্রতিনিধি **২৩** জন, স্থানীয় পর্যায়ের গরু ব্যবসায়ী, আম ব্যবসায়ী, ইট ব্যবসায়ী, চামড়া ব্যবসায়ীসহ বিভিন্ন ব্যবসায়ী **৩২** জন, ইইপি চেয়ারম্যানসহ স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা **১৪** জন, ইমাম **২** জন, ইলেক্ট্রিশিয়ান **১** জন, পোশাক শ্রমিক **৬** জন, রঙ মিস্ত্রি **২** জন, কাঠমিস্ত্রি **১** জন, মানসিক প্রতিবন্ধী **৩** জন এবং দেশের বিভিন্ন স্কুল-মাদরাসা-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের **৬৮** জন শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে।

সড়ক দুর্ঘটনার প্রধান কারণসমূহ:
১. ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন; ২. বেপরোয়া গতি; ৩. চালকদের বেপরোয়া মানসিকতা, অদক্ষতা ও শারীরিক-মানসিক অসুস্থতা; ৪. বেতন-কর্মঘন্টা নির্দিষ্ট না থাকা; ৫. মহাসড়কে স্বল্পগতির যানবাহন চলাচল; ৬. তরুণ-যুবদের বেপরোয়া মোটরসাইকেল চালানো; ৭. জনসাধারণের মধ্যে ট্রাফিক আইন না জানা ও না মানার প্রবণতা;
৮. দুর্বল ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা; ৯. বিআরটিএ'র সক্ষমতার ঘাটতি; ১০. গণপরিবহন খাতে চাঁদাবাজি।

সুপারিশসমূহ:
১. দক্ষ চালক তৈরির উদ্যোগ বৃদ্ধি করতে হবে; ২. চালকদের বেতন-কর্মঘন্টা নির্দিষ্ট করতে হবে;
৩. বিআরটিএ'র সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে; ৪. পরিবহন মালিক-শ্রমিক, যাত্রী ও পথচারীদের প্রতি ট্রাফিক আইনের বাধাহীন প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে; ৫. মহাসড়কে স্বল্পগতির যানবাহন বন্ধ করে এগুলোর জন্য আলাদা পার্শ্ব রাস্তা (সার্ভিস রোড) তৈরি করতে হবে; ৬. পর্যায়ক্রমে সকল মহাসড়কে রোড ডিভাইডার নির্মাণ করতে হবে; ৭. গণপরিবহনে চাঁদাবাজি বন্ধ করতে হবে; ৮. রেল ও নৌ-পথ সংস্কার করে সড়ক পথের উপর চাপ কমাতে হবে; ৯. টেকসই পরিবহন কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে; ১০. "সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮" বাধাহীনভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

দুর্ঘটনা পর্যালোচনা ও মন্তব্যঃ

গত জুন মাসে সড়ক দুর্ঘটনায় গড়ে প্রতিদিন নিহত হয়েছিল **১৭.২** জন। জুলাই মাসে গড়ে প্রতিদিন নিহত হয়েছে **১৮.৪৮** জন। এই হিসাবে জুলাই মাসে প্রাণহানি বেড়েছে **৭.৪৪** শতাংশ।

বর্তমানে অধিকাংশ দুর্ঘটনা ঘটছে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে। অর্থাৎ অতিরিক্ত গতির কারণে দুর্ঘটনা ঘটছে। এই গতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারলে দুর্ঘটনা কমানো যাবে না। গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য মোটিভেশনাল প্রশিক্ষণ যেমন দরকার, তেমনি দরকার সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রযুক্তিগত সক্ষমতা অর্জন। যানবাহনে আধুনিক প্রযুক্তি সংযুক্ত করতে হবে, যার মাধ্যমে গতিসীমা নজরদারি ও রেকর্ড করা যায়। যানবাহনের চাকা ফেটে দুর্ঘটনার মাত্রা ক্রমেই বাড়ছে। জুলাই মাসে চাকা ফেটে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে **৯**টি দুর্ঘটনা ঘটেছে। এছাড়া রাজধানীর ফ্লাইওভারেও দুর্ঘটনা বেড়েছে। জুলাই মাসে হানিফ ফ্লাইওভারে **৪** টি দুর্ঘটনা ঘটেছে। পথচারী নিহতের ঘটনা ভয়াবহ মাত্রায় বাড়ছে। যানবাহনের বেপরোয়া গতি এবং পথচারীদের সড়ক ব্যবহারে অসচেতনতার কারণে দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি বাড়ছে।

উল্লেখ্য, ট্রাক-কাভার্ডভ্যান-পিকআপসহ পণ্যবাহী ভারী যানবাহন ও মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা বাড়ছে। ভারী যানবাহনের অধিকাংশ চালক শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ। তাদের চিকিৎসা ও প্রশিক্ষণ দরকার। মোটরসাইকেল চালকদের বিরাট অংশ কিশোর-যুবক। এরা বেপরোয়া মোটরসাইকেল চালিয়ে নিজেরা দুর্ঘটনায় পতিত হচ্ছে এবং অন্যদের আক্রান্ত করছে। মোটরসাইকেল বেপরোয়া চালানোর সাথে রাজনৈতিক সংস্কৃতির সম্পর্ক রয়েছে। এটা বন্ধ করতে হবে। নিয়ন্ত্রিত গতিতে যানবাহন চালানোর জন্য গণমাধ্যমে উৎসাহমূলক জীবনমুখি প্রচারণা চালাতে হবে। একইসাথে গণপরিবহন সহজ, সাশ্রয়ী ও উন্নত করে, যানজট কমিয়ে মোটরসাইকেল নিরুৎসাহিত করতে হবে।

সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে **"সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮"** বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক হতে হবে। সড়ক দুর্ঘটনা ঘটছে মূলত সড়ক পরিবহন খাতের নৈরাজ্য ও অব্যবস্থাপনার কারণে। এই অবস্থার উন্নয়নে টেকসই পরিবহন কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের বিকল্প নেই। এজন্য প্রয়োজন সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা।

স্বাক্ষরিত

(সাইদুর রহমান)
নির্বাহী পরিচালক
রোড সেফটি ফাউন্ডেশন
প্রয়োজনেঃ **০১৭১২ ৬৯০ ৬১৬**

জুলাই মাসের সড়ক দুর্ঘটনার প্রতিবেদন

গত জুলাই মাসে দেশে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে **৫১১**টি। নিহত **৫৭৩** জন এবং আহত **১২৫৬** জন। নিহতের মধ্যে নারী **৯৪**, শিশু **৭৬**। **১৮৮**টি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত **১৮৩** জন, যা মোট নিহতের **৩১.৯৩** শতাংশ। মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার হার **৩৬.৭৯** শতাংশ। দুর্ঘটনায় **১৪৬** জন পথচারী নিহত হয়েছে, যা মোট নিহতের **২৫.৪৭** শতাংশ। যানবাহনের চালক ও সহকারী নিহত হয়েছেন **৭৮** জন, অর্থাৎ **১৩.৬১** শতাংশ।

এই সময়ে **১৪**টি নৌ-দুর্ঘটনায় **১৬** জন নিহত, **২৩** জন আহত ও **১১** জন নিখোঁজ রয়েছেন। **৩৩**টি রেলপথ দুর্ঘটনায় **৩২** জন নিহত এবং **১২** জন আহত হয়েছে। একই সাথে **১০**টি ছাগলের মৃত্যু হয়েছে।

রোড সেফটি ফাউন্ডেশন ৯ টি জাতীয় দৈনিক, **৭** টি অনলাইন নিউজ পোর্টাল এবং ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যমের তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে।

দুর্ঘটনায় যানবাহনভিত্তিক নিহতের চিত্র:
দুর্ঘটনায় যানবাহনভিত্তিক নিহতের পরিসংখ্যানে দেখা যায়- মোটরসাইকেল চালক ও আরোহী **১৮৩** জন **(৩১.৯৩%)**, বাস যাত্রী **৪৯** জন **(৮.৫৫%)**, ট্রাক-কাভার্ডভ্যান-পিকআপ-ট্রাক্টর-ট্রলি আরোহী **৩৬** জন **(৬.২৮%)**, প্রাইভেটকার-মাইক্রোবাস-অ্যাম্বুলেন্স-জীপ আরোহী **২৩** জন **(৪%)**, থ্রি-হুইলার যাত্রী (ইজিবাইক-সিএনজি-অটোরিকশা-অটোভ্যান-ম্যাক্সি-লেগুনা) **১০৩** জন **(১৭.৯৭%)**, স্থানীয়ভাবে তৈরি যানবাহনের যাত্রী (নসিমন-ভটভটি-টমটম-মাহিন্দ্র-লাটাহাম্বা) **২২** জন **(৩.৮৩%)** এবং বাইসাইকেল-প্যাডেল রিকশা-রিকশা ভ্যান আরোহী **১১** জন **(১.৯১%)** নিহত হয়েছে।

দুর্ঘটনা সংঘটিত সড়কের ধরন:
রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ বলছে, দুর্ঘটনাগুলোর মধ্যে **২০৮**টি **(৪০.৭০%)** জাতীয় মহাসড়কে, **১৯৬**টি **(৩৮.৩৫%)** আঞ্চলিক সড়কে, **৬১**টি **(১১.৯৩%)** গ্রামীণ সড়কে, **৪২**টি **(৮.২১%)** শহরের সড়কে এবং অন্যান্য স্থানে **৪**টি **(০.৭৮%)** সংঘটিত হয়েছে।

দুর্ঘটনার ধরন:
দুর্ঘটনাসমূহের **৯৮**টি **(১৯.১৭%)** মুখোমুখি সংঘর্ষ, **২১৭**টি **(৪২.৪৬%)** নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে, **১৪৪**টি **(২৮.১৮%)** পথচারীকে চাপা/ধাক্কা দেয়া, **৩৩**টি **(৬.৪৫%)** যানবাহনের পেছনে আঘাত করা এবং **১৯**টি **(৩.৭১%)** অন্যান্য কারণে ঘটেছে।

দুর্ঘটনায় সম্পৃক্ত যানবাহনসমূহ:
দুর্ঘটনায় সম্পৃক্ত যানবাহনের মধ্যে- ট্রাক-কাভার্ডভ্যান-পিকআপ-ট্রাক্টর-ট্রলি-লরি-ড্রাম ট্রাক-ফায়ার ব্রিগেড গাড়ি-লং ভেহিক্যাল-রোলার মেশিন গাড়ি **২৭.১৭%**, মাইক্রোবাস-প্রাইভেটকার-অ্যাম্বুলেন্স-পাজেরো-জীপ **৪.৭৩%**, যাত্রীবাহী বাস **১৯.৬১%**, মোটরসাইকেল **২২.২০%**, থ্রি-হুইলার (ইজিবাইক-সিএনজি-অটোরিকশা-অটোভ্যান-লেগুনা-টেম্পু-ম্যাক্সি-মিশুক) **১৮.১৫%**, স্থানীয়ভাবে তৈরি যানবাহন (নসিমন-ভটভটি-টমটম-মাহিন্দ্র-লাটাহাম্বা) **৩.৭২%**, বাইসাইকেল-প্যাডেল রিকশা-রিকশাভ্যান **২.৩৬%** এবং অজ্ঞাত গাড়ি **২.০২%**।

দুর্ঘটনায় সম্পৃক্ত যানবাহনের সংখ্যা:
দুর্ঘটনায় সম্পৃক্ত যানবাহনের সংখ্যা **৮৮৭**টি। (বাস **১৭৪**, ট্রাক-**১৩৬**,কাভার্ডভ্যান **৩১**, পিকআপ **৩৮**, ট্রাক্টর **১৪**, ট্রলি **৯**, লরি **৩**, ড্রাম ট্রাক **৩**, লং ভেহিক্যাল **১**, তেলবাহী ভাউচার **১**, রোলার মেশিন গাড়ি **১**, ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ি **২**, নির্মাণ সামগ্রীর ট্রাক **১**, সিটি করপোরেশনের ময়লাবাহী ট্রাক **১**, মাইক্রোবাস **১৯**, প্রাইভেটকার **১৬**, অ্যাম্বুলেন্স **২**, জীপ **৩**, পাজেরো **২**, মোটরসাইকেল **১৯৭**, থ্রি-হুইলার **১৬১** (ইজিবাইক-সিএনজি-অটোরিকশা-অটোভ্যান-লেগুনা- টেম্পু-মেক্সি), স্থানীয়ভাবে তৈরি যানবাহন **৩৩** (নসিমন-ভটভটি-টমটম-মাহিন্দ্র-লাটাহাম্বা), বাইসাইকেল-প্যাডেল রিকশা-রিকশাভ্যান **২১** এবং অজ্ঞাত গাড়ি **১৮** টি।

দুর্ঘটনার সময় বিশ্লেষণ:

ফেব্রুয়ারি মাসের সড়ক দুর্ঘটনার প্রতিবেদন

ফেব্রুয়ারি মাসে দেশে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটেছে **৪৩৯**টি। নিহত **৪৮৭** জন এবং আহত **৭১২** জন। নিহতের মধ্যে নারী **৫৪**, শিশু **৬৮**। **১৮৩** টি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় নিহত **১৯৬** জন, যা মোট নিহতের **৪০.২৪** শতাংশ। মোটরসাইকেল দুর্ঘটনার হার **৪১.৬৮** শতাংশ। দুর্ঘটনায় **১০৮** জন পথচারী নিহত হয়েছে, যা মোট নিহতের **২২.১৭** শতাংশ। যানবাহনের চালক ও সহকারী নিহত হয়েছেন **৭২** জন, অর্থাৎ **১৪.৭৮** শতাংশ।

এই সময়ে **৯**টি নৌ-দুর্ঘটনায় **১৬** জন নিহত, **৭** জন আহত হয়েছে। **১৭**টি রেলপথ দুর্ঘটনায় **১৪** জন নিহত এবং **৫** জন আহত ও ৩০ হাজার লিটার জ্বালানী তেল নষ্ট হয়েছে।

রোড সেফটি ফাউন্ডেশন ৯ টি জাতীয় দৈনিক, **৭** টি অনলাইন নিউজ পোর্টাল এবং ইলেক্ট্রনিক গণমাধ্যমের তথ্যের ভিত্তিতে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে।

দুর্ঘটনায় যানবাহনভিত্তিক নিহতের চিত্রঃ
দুর্ঘটনায় যানবাহনভিত্তিক নিহতের পরিসংখ্যানে দেখা যায়- মোটরসাইকেল চালক ও আরোহী **১৯৬** জন **(৪০.২৪%)**, বাস যাত্রী **২১** জন **(৪.৩১%)**, ট্রাক-কাভার্ডভ্যান-পিকআপ-ট্রলি আরোহী **২২** জন **(৪.৫১%)**, মাইক্রোবাস-প্রাইভেটকার-অ্যাম্বুলেন্স যাত্রী **১৬** জন **(৩.২৮%)**, থ্রি-হুইলার যাত্রী (ইজিবাইক-সিএনজি-অটোরিকশা-অটোভ্যান-ম্যাক্সি-টেম্পু) **১০১** জন **(২০.৭৩%)**, স্থানীয়ভাবে তৈরি যানবাহনের যাত্রী (নসিমন-ভটভটি-মাহিন্দ্র-টমটম-পাওয়ারটিলার-ইট ভাঙ্গার মেশিন গাড়ি) **১৮** জন **(৩.৬৯%)** এবং বাইসাইকেল আরোহী **৫** জন **(১.০২%)** নিহত হয়েছে।

দুর্ঘটনা সংঘটিত সড়কের ধরনঃ
রোড সেফটি ফাউন্ডেশনের পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ বলছে, দুর্ঘটনাগুলোর মধ্যে **১৬৮**টি **(৩৮.২৬%)** জাতীয় মহাসড়কে, **১৭৭**টি **(৪০.৩১%)** আঞ্চলিক সড়কে, **৬১**টি **(১৩.৮৯%)** গ্রামীণ সড়কে, **২৯**টি **(৬.৬০%)** শহরের সড়কে এবং অন্যান্য স্থানে **৪**টি **(০.৯১%)** সংঘটিত হয়েছে।

দুর্ঘটনার ধরনঃ
দুর্ঘটনাসমূহের **৬৮**টি **(১৫.৪৮%)** মুখোমুখি সংঘর্ষ, **২০১**টি **(৪৫.৭৮%)** নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে, **১১২**টি **(২৫.৫১%)** পথচারীকে চাপা/ধাক্কা দেয়া, **৪৭**টি **(১০.৭০%)** যানবাহনের পেছনে আঘাত করা এবং **১১**টি **(২.৫০%)** অন্যান্য কারণে ঘটেছে।

দুর্ঘটনায় সম্পৃক্ত যানবাহনসমূহঃ
দুর্ঘটনায় সম্পৃক্ত যানবাহনের মধ্যে- ট্রাক-কাভার্ডভ্যান-পিকআপ **২৩.৮৬%**, ট্রাক্টর-ট্রলি-লরি-ড্রামট্রাক-তেলবাহী ট্যাঙ্কার **৬.৭২%**, মাইক্রোবাস-প্রাইভেটকার-অ্যাম্বুলেন্স **৬.১৭%**, যাত্রীবাহী বাস **১৩.১৬%**, মোটরসাইকেল **২৬.২০%**, থ্রি-হুইলার (ইজিবাইক-সিএনজি-অটোরিকশা-অটোভ্যান-ম্যাক্সি-টেম্পু) **১৬.১৮%**, স্থানীয়ভাবে তৈরি যানবাহন (নসিমন-ভটভটি-আলমসাধু-চান্দের গাড়ি-আলগানন-টমটম-মাহিন্দ্র-পাওয়ারটিলার) **৭.১৩%** এবং বাইসাইকেল **০.৫৪%**।

দুর্ঘটনায় সম্পৃক্ত যানবাহনের সংখ্যাঃ
দুর্ঘটনায় সম্পৃক্ত যানবাহনের সংখ্যা **৭২৯** টি। (ট্রাক **১৩২**, বাস **৯৬**, কাভার্ডভ্যান **২৪**, পিকআপ **১৮**, ট্রলি **২০**, লরি **৩**, ট্রাক্টর **১৬**, ড্রাম ট্রাক **৯**, তেলের ট্যাঙ্কার **১**, মাইক্রোবাস **১৪**, প্রাইভেটকার **২৬**, অ্যাম্বুলেন্স **৫**, মোটরসাইকেল **১৯১**, থ্রি-হুইলার **১১৮** (ইজিবাইক-সিএনজি-অটোরিকশা-অটোভ্যান-ম্যাক্সি-টেম্পু), স্থানীয়ভাবে তৈরি যানবাহন **৫২** (নসিমন-ভটভটি-আলমসাধু-চান্দের গাড়ি-টমটম-মাহিন্দ্র-আলগানন-পটাংগাড়ি-পাওয়ারটিলার) এবং বাইসাইকেল **৪**টি।

দুর্ঘটনার সময় বিশ্লেষণ:
সময় বিশ্লেষণে দেখা যায়, দুর্ঘটনাসমূহ ঘটেছে ভোরে **৪.৭৮%**, সকালে **২৭.১০%**, দুপুরে **২৪.১৪%**, বিকালে **২০.০৪%**, সন্ধ্যায় **৬.৩৭%** এবং রাতে **১৭.৫৩%**।

দুর্ঘটনার বিভাগওয়ারী পরিসংখ্যান:

দুর্ঘটনার বিভাগওয়ারী পরিসংখ্যান বলছে, ঢাকা বিভাগে দুর্ঘটনা **২৫.৭৪%**, প্রাণহানি **২৪.৮৪%**, রাজশাহী বিভাগে দুর্ঘটনা **১৬.৬২%**, প্রাণহানি **১৯.৭১%**, চট্টগ্রাম বিভাগে দুর্ঘটনা **১৯.৮১%**, প্রাণহানি **১৮.৮৯%**, খুলনা বিভাগে দুর্ঘটনা **১০.৯৩%**, প্রাণহানি **৯.৮৫%**, বরিশাল বিভাগে দুর্ঘটনা **৫.৬৯%**, প্রাণহানি **৫.৩৩%**, সিলেট বিভাগে দুর্ঘটনা **৫.৪৬%**, প্রাণহানি **৬.৭৭%**, রংপুর বিভাগে দুর্ঘটনা **১০.৭০%**, প্রাণহানি **১০.০৬%** এবং ময়মনসিংহ বিভাগে দুর্ঘটনা **৫%**, প্রাণহানি **৪.৫১%** ঘটেছে।

ঢাকা বিভাগে সবচেয়ে বেশি দুর্ঘটনা ও প্রাণহানি ঘটেছে। **১১৩**টি দুর্ঘটনায় **১২১** জন নিহত। সবচেয়ে কম ময়মনসিংহ বিভাগে। **২২**টি দুর্ঘটনায় **২২** জন নিহত হয়েছে। একক জেলা হিসেবে ঢাকায় সবচেয়ে বেশি **৩৩**টি দুর্ঘটনায় **৩৬** জনের প্রাণহানি ঘটেছে। সবচেয়ে কম মেহেরপুর জেলায়। ৩টি দুর্ঘটনা ঘটলেও কোনো প্রাণহানি ঘটেনি।

রাজধানী ঢাকায় **২৩**টি দুর্ঘটনায় **১৮** জন নিহত ও **১১** জন আহত হয়েছে।

নিহতদের পেশাগত পরিচয়:
গণমাধ্যমে প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে জানা যায়, নিহতদের মধ্যে পুলিশ সদস্য **৩** জন, সেনা সদস্য **২** জন, বিভিন্ন স্কুল-কলেজ-মাদরাসার শিক্ষক **১৬** জন, পদ্মা ব্রিজের চীনা প্রকৌশলী **১** জন, সাংবাদিক **৩** জন, আইনজীবী **৪** জন, কৃষি কর্মকর্তা **১** জন, বিভিন্ন ব্যাংক কর্মকর্তা-কর্মচারী **৯** জন, এনজিও কর্মকর্তা-কর্মচারী **১২** জন, ঔষধ ও বিভিন্ন পণ্যসামগ্রী বিক্রয় প্রতিনিধি **২৩** জন, স্থানীয় পর্যায়ের বিভিন্ন ব্যবসায়ী **২৯** জন, পোশাক শ্রমিক **৬** জন, রূপপুর পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের শ্রমিক **১** জন, ইটভাটা শ্রমিক **৬** জন, সিরামিক **২** জন, গাছ কাটা শ্রমিক **৫** জন, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতা **১৪** জন এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের **১** জন ছাত্রসহ সারা দেশের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের **৬২** জন শিক্ষার্থী নিহত হয়েছে।

সড়ক দুর্ঘটনার প্রধান কারণসমূহ:
১. ত্রুটিপূর্ণ যানবাহন; ২. বেপরোয়া গতি; ৩. চালকদের বেপরোয়া মানসিকতা, অদক্ষতা ও শারীরিক-মানসিক অসুস্থতা; ৪. বেতন-কর্মঘন্টা নির্দিষ্ট না থাকা; ৫. মহাসড়কে স্বল্পগতির যানবাহন চলাচল; ৬. তরুণ-যুবদের বেপরোয়া মোটরসাইকেল চালানো; ৭. জনসাধারণের মধ্যে ট্রাফিক আইন না জানা ও না মানার প্রবণতা; ৮. দুর্বল ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা; ৯. বিআরটিএ'র সক্ষমতার ঘাটতি; ১০. গণপরিবহন খাতে চাঁদাবাজি।

সুপারিশসমূহ:
১. দক্ষ চালক তৈরির উদ্যোগ বৃদ্ধি করতে হবে; ২. চালকদের বেতন-কর্মঘন্টা নির্দিষ্ট করতে হবে; ৩. বিআরটিএ'র সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে; ৪. পরিবহন মালিক-শ্রমিক, যাত্রী ও পথচারীদের প্রতি ট্রাফিক আইনের বাধাহীন প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে; ৫. মহাসড়কে স্বল্পগতির যানবাহন বন্ধ করে এগুলোর জন্য আলাদা পার্শ্ব রাস্তা (সার্ভিস রোড) তৈরি করতে হবে; ৬. পর্যায়ক্রমে সকল মহাসড়কে রোড ডিভাইডার নির্মাণ করতে হবে; ৭. গণপরিবহনে চাঁদাবাজি বন্ধ করতে হবে; ৮. রেল ও নৌ-পথ সংস্কার করে সড়ক পথের উপর চাপ কমাতে হবে; ৯. টেকসই পরিবহন কৌশল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে হবে; ১০. "সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮" বাধাহীনভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

দুর্ঘটনা পর্যালোচনা ও মন্তব্য:
ফেব্রুয়ারি মাসে প্রতিদিন গড়ে নিহত হয়েছে **১৭.৩৯** জন। দুর্ঘটনায় **১৮** থেকে **৬৫** বছর বয়সী কর্মক্ষম মানুষ নিহত হয়েছেন **৩৯৬** জন, অর্থাৎ **৮১.৩১** শতাংশ।

ট্রাক-কাভার্ডভ্যান-পিকআপসহ পণ্যবাহী দ্রুতগতির যানবাহন ও মোটরসাইকেল দুর্ঘটনা বাড়ছে। মানসিক ও শারীরিকভাবে অসুস্থ ড্রাইভারদের বেপরোয়া গতিতে পণ্যবাহী যানবাহন চালানো এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক ও যুবকদের বেপরোয়া মোটরসাইকেল চালানোর কারণে তারা নিজেরা দুর্ঘটনায় পতিত হচ্ছে এবং অন্যান্য যানবাহনকে আক্রান্ত করছে। গণপরিবহন সহজ, সাশ্রয়ী ও উন্নত করে, যানজট কমিয়ে মোটরসাইকেল নিরুৎসাহিত করা অতীব জরুরি।

সড়ক দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে **"সড়ক পরিবহন আইন-২০১৮"** বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আন্তরিক হতে হবে। সড়ক দুর্ঘটনা ঘটছে মূলত সড়ক পরিবহন খাতের নৈরাজ্য ও অব্যবস্থাপনার কারণে। এই অবস্থার উন্নয়নে টেকসই গণপরিবহন কৌশল প্রণয়ন করতে হবে। এ জন্য প্রয়োজন সরকারের রাজনৈতিক সদিচ্ছা।

স্বাক্ষরিত

(সাইদুর রহমান)
নির্বাহী পরিচালক
রোড সেফটি ফাউন্ডেশন
প্রয়োজনে: **০১৭১২ ৬৯০ ৬১৬**